গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়
সিলেট ।
cjmcsyl@yahoo.com

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স

কনফারেন্স নম্বরঃ ৩ সালঃ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ । তারিখঃ ৩০/১১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ।

কনফারেন্স অনুষ্ঠান স্থলঃ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিলেট এর কনফারেন্স রুম
সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ।

কনফারেন্স প্রতিবেদন

১. কনফারেন্স এর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক-ক	এজেন্ডা	ঃ **পরোয়ানা তামিল ও ছক পর্যালোচনা ।**
আলোচনা		ঃ কনফারেন্সের ফোকাল পার্সন ও সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নূসরাত তাননিম ২০২৪ সালের মে-অক্টোবর মাসে বিভিন্ন থানায় প্রেরিত ইস্যুকৃত প্রসেসের একটি বিবরণী উপস্থাপন করেন । উক্ত বিবরণীতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ প্রসেস জারী হয়েছে কোম্পানীগঞ্জ থানায় শতকরা হার (গড়) ৮০.৩৫ ভাগ এবং সর্বনিম্ন জকিগঞ্জ থানায় শতকরা হার (গড়) ৩৭.৪৪ ভাগ । তাছাড়া প্রসেস জারী বালাগঞ্জ থানায় শতকরা হার (গড়) ৭৯.৭৭ ভাগ, ওসমানীনগর থানায় শতকরা হার (গড়) ৭৬.৮৬ ভাগ, গোলাপগঞ্জ থানায় শতকরা হার (গড়) ৭১.৪৭ ভাগ, কানাইঘাট থানায় শতকরা হার (গড়) ৬৩.৪০ ভাগ, বিশ্বনাথ থানায় শতকরা হার (গড়) ৬০.৪৪ ভাগ, জৈন্তাপুর থানায় শতকরা হার (গড়) ৫৮.৮৩ ভাগ, বিয়ানীবাজার থানায় শতকরা হার (গড়) ৫৫.৬৭ ভাগ, গোয়াইনঘাট থানায় শতকরা হার (গড়) ৪৮.৮২ ভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ থানায় শতকরা হার (গড়) ৪৫.১৮ ভাগ ।
সিদ্ধান্ত		ঃ সভায় উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং সভাপতি মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেস জারীতে প্রথম স্থনে থাকা কোম্পানীগঞ্জ থানা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা বালাগঞ্জ থানা ও তৃতীয় স্থানে থাকা ওসমানীনগর থানাকে ধন্যবাদ জানান । অন্যান্য থানার অফিসার ইনচার্জগণকে প্রসেস জারীর হার বাড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন । ২০২৪ সালের মে-অক্টোবর মাসে বিভিন্ন থানায় ইস্যুকৃত এবং পরবর্তীতে আরো ইস্যুকৃত প্রসেস আগামী কনফারেন্সের আগে তামিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দেয়া হয়।

ক্রমিক-খ	এজেন্ডা	ঃ **তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্বের কারণ ।**
আলোচনা		ঃ বালাগঞ্জ থানা, গোলাপগঞ্জ থানা ও গোয়াইনঘাট অফিসার ইনচার্জসহ বিভিন্ন থানা থেকে আগত পুলিশ কর্মকর্তারা জানান তদন্ত প্রতিবেদন বিলম্বের প্রধান কারণ Medical Certificate (M.C), PM Report ও DNA রিপোর্ট যথাসময়ে না পাওয়া । তারা উল্লেখ করেন যে, অনেক মামলা আছে যেগুলোতে শুধুমাত্র M.C'র কারণে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না । M.C পাওয়া গেলে দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা যেতো ।

	গোয়াইনঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ আরও বলেন, গোয়াইনঘাটে DNA রিপোর্টের জন্য ১৩ টি, PM রিপোর্টের জন্য ১০ টি ও M.C'র জন্য অনেকগুলি মামলা পেন্ডিং রয়েছে। সভায় উপস্থিত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি বলেন যে,তারাও মনে করেন M.C গুলো খুব দ্রুত সরবরাহ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন তাদের কাছে ৩৬৫৮ টি M.C'র জন্য রিক্যুইজিশন প্রাপ্ত হয়েছেন। তারা ইতোমধ্যে ৩৩০০ টি M.C ইস্যু করেছেন। M.C দ্রুত সরবরাহের জন্য এ মাসেই হাসপাতালে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তাই এখন থেকে M.C খুব কম সময়ে সরবরাহ করা সম্ভব। সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মোঃ শামসুল ইসলাম বলেন, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ একা কাজ করেন। PM রিপোর্ট বিষয়ে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন। তিনি কনফারেন্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে তার মোবাইল নাম্বার প্রদান করেন। তার মোবাইল নম্বর ০১৭১২-৭৩১৬৪২। তিনি আরও বলেন, DNA ও ফরেনসিক ল্যাব বিষয়ে তিনি বার বার অনুরোধ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে চিঠি প্রেরণের জন্য। কনফারেন্সের মাননীয় প্রধান অথিতি সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং সভাপতি মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল সনদ সরবরাহের জন্য টিম গঠন করায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কাছে DNA, PM রিপোর্টের তালিকা এবং হাসপাতাল প্রতিনিধি ও সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডেপুটি সিভিল সার্জনের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার অপেক্ষমান M.C'র তালিকা প্রদান করা হয়।
সিদ্ধান্ত	ঃ হাসপাতালের প্রতিনিধি ও সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি বলেন, আদালতের প্রেরিত আদেশ এবং নির্দেশনা দ্রুত কার্যকরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কনফারেন্সে প্রাপ্ত তালিকা বর্ণিত মামলার M.C সহ অন্যান্য সকল M.C দ্রুত সরবহার করবেন। মাননীয় সভাপতি সিলেট অবিলম্বে একটি ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রতিনিধি ও পরিচালক, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

ক্রমিক-গ	এজেন্ডা	**পুলিশ কর্তৃক মামলায় সাক্ষী উপস্থিতকরণ**
আলোচনা		ঃ সাক্ষীর জন্য পেন্ডিং আছে এমন প্রত্যেক আদালতের ৫ টি পুরাতন মামলার তালিকা পূর্ববর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ পুলিশ সুপার ও অন্যান্য বিভাগে সরবরাহ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষীর একটি বিবরণী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ফোকাল পার্সন জনাব নূসরাত তাসনিম সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সাক্ষী উপস্থাপনের সার্বিক হার সন্তোষজনক হলেও জৈন্তাপুর থানা, জকিগঞ্জ থানা, বিয়ানীবাজার থানা, গোয়াইনঘাট থানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ থানা হতে সাক্ষী উপস্থানের হার আশানুরুপ নয়। এ বিষয়ে নজর দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক আদালত হতে আরো ৫ টি পুরাতন মামলার তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সরবরাহ করা

	হয়। জকিগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, জকিগঞ্জ থানা সিলেট শহর থেকে দূরবর্তী হওয়ায় সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করে। তিনি চেষ্টা করছেন সাক্ষীর উপস্থিতির হার বাড়ানোর জন্য।
সিদ্ধান্ত	ঃ মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আ.ন.ম. ইলিয়াস পুরাতন ও নতুন করে সরবরাহকৃত তালিকার বর্ণিত সাক্ষীগণকে যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণসহ সকল বিচারাধীন মামলার সাক্ষী উপস্থাপনের প্রসেসসমূহ সথাসময়ে জারী এবং জারীর প্রতিবেদন ধার্য তারিখের পূর্বে আদালতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

ক্রমিক-ঘ	এজেন্ডা	**বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আদালত চত্বরের নিরাপত্তা বিধান**
আলোচনা		ঃ বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব মোঃ আশিক উদ্দিন বলেন, আদালতে নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিলেটে আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। বিচারকদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিতে হবে। সিলেট জেলা বারের বিজ্ঞ সাধারন সম্পাদক জনাব গোলাম ইয়াহিয়া চৌধুরী বলেন, আদালতের নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব জরুরী। আদালত প্রাঙ্গণের সিসি ক্যামেরাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই যেকোন সময় আদালত প্রাঙ্গনে অনাকাঙ্কিত ঘটনা ঘটতে পারে। সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, আদালত প্রাঙ্গনটি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ হতে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে একটি চিঠি দিলে ভালো হয়। তাছাড়া তিনি নিজেও পুলিশ কমিশনারের সাথে আদালতের নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করবেন।
সিদ্ধান্ত		ঃ মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আ.ন.ম. ইলিয়াস আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপার বরাবর চিঠি দেয়ার কথা বলেন এবং পুলিশ সুপার, সিলেট-কে পুলিশ কমিশনারের সাথে আদালত প্রাঙ্গনের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলাপ করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.	যে সকল মামলায় পুলিশ সুপার, সিলেট-কে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বরসহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।	জকিগঞ্জ সি.আর-৮১/২০২৩, সি.আর-৪২/২০২৪, সি.আর-২৩/২০২৪; গোয়াইনঘাট সি.আর-৩০/২০২৪, সি.আর-১৫৫/২০২৩, সি.আর-২২০/২০২৩; ফেঞ্চুগঞ্জ সি.আর-৫১/২০২৪, সি.আর-৮৫/২০২৪, সি.আর-৮৩/২০২৪; বালাগঞ্জ সি.আর-৮৭/২০২৪, সি.আর-৮৬/২০২৪; কোম্পানীগঞ্জ সি.আর-২৩/২০২৩, সি.আর-১৮৩/২০২৩, সি.আর-৪৩/২০২৩; জৈন্তাপুর সি.আর-৪৫/২০২৪, সি.আর-১৪৩/২০২৪, সি.আর-৩২৮/২০২৩; কানাইঘাট সি.আর-১৩০/২০২৪, সি.আর-১৫০/২০২৪, ১৪৫/২০২৪, বিয়ানীবাজার সি.আর-১৭৯/২০২৪, সি.আর-২০৩/২০২৪, সি.আর-২০৫/২০২৪; বিশ্বনাথ সি.আর-৪০৪/২০২৩, সি.আর-৩৭৯/২০২৩, সি.আর-১৮৮/২০২৪, সি.আর-

		৪৭৭/২০২৪; গোলাপগঞ্জ সি.আর-৮৬/২০২৪, সি.আর-২১৯/২০২৪, সি.আর-২১৭/২০২৪, সি.আর-৫২/২০২৪; ওসমানীনগর সি.আর-৬২/২০২৪, সি.আর-২২৫/২০২৪, সি.আর-১৯২/২০২৪; গোলাপগঞ্জ সি.আর-১০৩/২০২৩, সি.আর-৩৪১/২০২২, সি.আর-২৩১/২০২৪; বিশ্বনাথ সি.আর-২৮১/২০২৩, সি.আর-৩২৯/২০২৩, সি.আর-১৪২/২০২৪; গোলাপগঞ্জ সি.আর-১৩৩/২০২৪, সি.আর-১০১/২০২৪, বিয়ানীবাজার সি.আর-১৭৮/২০২৪, সি.আর-২০২/২০২৪, সি.আর-২০৫/২০২৩; জকিগঞ্জ সি.আর-১৩৮/২০২২; বিয়ানীবাজার সি.আর-৩২/২০১৯; ওসমানীনগর সি.আর-৯৭/২০২৪; গোলাপগঞ্জ সি.আর-১০৪/২০২৩, সি.আর-৩৪৭/২০২৩; ওসমানীনগর সি.আর-২৫৩/২০২৪, গোলাপগঞ্জ সি.আর-২৫৩/২০২৪ সহ বিভিন্ন আদালতে তদন্তাধীন ২২৩ টি সি.আর মামলার তালিকা পুলিশ সুপার, পিবিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ডিবি, সিআইডির প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত মামলা সমূহে দ্রুত তদন্ত কার্য সম্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ওসমানীনগর জি.আর-৭/২০২০, গোলাপগঞ্জ জি.আর-২১৮/২০২৮, গোলাপগঞ্জ জি.আর-১৭৩/২০১৮, ওসমানীনগর জি.আর-২৫৪৯/২০২১, বিশ্বনাথ জি.আর-৮০/২০১৭, বিশ্বনাথ জি.আর-৭০/২০২২, বিশ্বনাথ জি.আর-১০২/২০২৩(ক), বিশ্বনাথ জি.আর-৫৫/২০২২, বিশ্বনাথ জি.আর-২১৬/২০২০, জকিগঞ্জ জি.আর-২১০/২০২১, বিয়ানীবাজার জি.আর-৯৪/২০২২, কানাইঘাট জি.আর-২৮৮/২০১৬, কানাইঘাট জি.আর-১৯/২০২৩, জৈন্তাপুর জি.আর-২১৬/২০২০, কানাইঘাট জি.আর-২/২০২১, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-৪৯/২০১৭, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-২২৮/২০২০, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-২৭/২০১৯, বালাগঞ্জ জি.আর-৭৫/২০২১, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-২৭/২০১৯, গোয়াইনঘাট জি.আর-৩৮১/২০১৯, গোয়াইনঘাট জি.আর-৮৮/২০১৯, জকিগঞ্জ জি.আর-২১০/২০২১, জকিগঞ্জ জি.আর-১৯৩/২০১৮, জকিগঞ্জ জি.আর-১৫৩/২০১৮, জকিগঞ্জ জি.আর-৬২/২০১৯, বিশ্বনাথ জি.আর-৮০/২০০৭, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-৪৯/২০১৭, কোম্পানীগঞ্জ জি.আর-২৭/২০১৯, জকিগঞ্জ জি.আর-১৯৩/২০১৮ সহ মোট ৮১ টি মামলায় সাক্ষীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মামলার তালিকা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ, ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি, র‍্যাব-৯ এর প্রতিনিধি, সিআইডির প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিচালক, বিজিবির প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত মামলা সমূহে দ্রুত সাক্ষী উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৩.	যে সকল মামলায় পরিচালক, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট-কে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বরসহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।	ওসমানীনগর থানার মামলা নং-২, তাং-০৪/০৮/২০২৪, থানার মামলা নং-৫, তাং-২১/৮/২০২৪; মামলা নং-৬, তাং-২৯/৮/২০২৪, মামলা নং-৩, তাং-০৩/৬/২০২৪; কানাইঘাট থানার মামলা নং-১০, তাং-১৫/৭/২০২৪, মামলা নং-১৬, তাং-২৪/৭/২০২৪, মামলা নং-১৭, তাং-২৫/৭/২০২৪; কোম্পানীগঞ্জ থানার মামলা নং-৫, তাং-৪/৮/২০২১৩, থানার মামলা নং-৬, তাং-৭/১০/২৩, থানার মামলা নং-২, তাং-০২/৪/২০২৪; গোয়াইনঘাট থানার মামলা নং-২৯, তাং-২৫/৮/২০২০, থানার মামলা নং-১২, তাং-১২/১২/২০২২, থানার মামলা নং-৭, তাং-১০/১১/২০২৩; গোলাপগঞ্জ থানার মামলা নং-২, তাং-০১/৮/২০২৪, মামলা নং-৪, তাং-১৭/৮/২০২৭, মামলা নং-৫, তাং-২০/৮/২০২৪; জকিগঞ্জ থানার মামলা নং-৭, তাং-১৩/৩/২০২৩, মামলা নং-৩, তাং-৯/৭/২০৩, মামলা নং-৭, তাং-২৯/১০/২৩; জৈন্তাপুর থানার মামলা নং-৬, তাং-১৮/১২/২০২৩, মামলা নং-৯, তাং-২০/০১/২০২৪, মামলা নং-১০, তাং-২৩/৪/২০২৪; ফেঞ্চুগঞ্জ থানার মামলা নং-১, তাং-০১/১০/২০২৪, মামলা নং-২, তাং-০৪/১০/২০২৪, মামলা নং-৩, তাং-২০/১০/২০২৪; বালাগঞ্জ থানার মামলা নং-১, তাং-১০/৭/২০২৪, মামলা নং-৩, তাং-২৪/৮/২০২৪, মামলা নং-২, তাং-০৭/৯/২০২৪; বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-১৩, তাং-১৯/৭/২০২৩, মামলা নং-৪, তাং-০৬/৪/২০২৪, মামলা নং-৭, তাং-১৩/৪/২০২৪; বিশ্বনাথ থানার মামলা নং-১, তাং-০২/৪/২০১৮, মামলা নং-২৩, তাং-২৭/৭/২০১৯, মামলা নং-৭, তাং-২১/১১/২০২৩ সহ ৬৫৩ টি মামলার অপেক্ষমান M.C, PM report, DNA report এর একটি তালিকা ওসমানী মেডিলেকল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের প্রতিনিধি, ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সিভিল সার্জনের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং উক্ত রিপোর্টগুলো দ্রুত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
৪.	অন্য কোন বিষয় কনফারেন্সে আলোচনা হয়ে থাকলে আলোচনার ফলাফলসহ উল্লেখ করুনঃ	কনফারেন্সে মুক্ত আলোচনার পূর্বে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ধ্রুব জ্যোতি পাল বিভিন্ন আমলী ও বিচারিক আদালতের নথি পর্যালোচনায় তদন্ত, তদন্ত প্রতিবেদন, N.B.W.W ও WP&A জারী বিষয়ে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় সেগুলো তুলে ধরেন এবং এর সমাধান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, ফৌজদারি মামলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অনিবার্যভাবে পুলিশের ভূমিকা রয়েছে। পুলিশি তদন্ত ও সাক্ষী উপস্থাপন সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, যা মানবাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সম্পৃক্ত। পুলিশের তদন্ত, সাক্ষ্য, আলামত ইত্যাদি বিজ্ঞ বিচারকের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তব্য পালনের পাশাপাশি পুলিশের এ তদন্ত বিরাট দায়িত্ব, যা ফৌজদারী মামলার বিচারে ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সিলেট জেলায় বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে অত্র জেলার পুলিশ বিভাগ, গোয়েন্দা শাখা ও অপরাধ তদন্ত বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ আদালতের নির্দেশ প্রতিপালনে এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মামলার রহস্য উদঘাটনে বিভিন্নভাবে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। তথাপি বিভিন্ন আমলী ও বিচারিক আদালতের মামলার নথিসমূহ পর্যালোচনায় বর্ণিত ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

সভায় উপস্থিত প্রবেশন অফিসার জনাব তমির হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, অনেক মামলায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের একসাথে চার্জশীট দেয়া হয় । শিশুদের ক্ষেত্রে পৃথক দোষীপত্র দাখিলের বিধান রয়েছে । তিনি বলেন সিলেটে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত প্রায় ১৪৫০ টি মামলা রয়েছে , যা গ্রেডিংয়ের দিক থেকে সিলেট প্রথম । আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত সাধারণ ঘটনাগুলো থানা থেকে নিষ্পত্তি করে দিলে শিশু অপরাধের মামলা কমে যাবে । তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, সিলেটে সব আদালতে প্রায় ১০০০ মামলার আসামী প্রবেশনে আছেন । তিনি বলেন, The Probation of the Offenders Ordinance, 1960 এর 5 ধারার বিধান এবং The Probation of the Offenders Rules, 1971 এর Rule 4 অনুসরনে Form E মোতাবেক আসামীর Pre sentence Report প্রদানের জন্য আদালত থেকে নির্দেশ দেয়া হলে CDMS এর প্রয়োজন হয় । তিনি সকল থানার অফিসার ইনচার্জকে অনুরোধ করেন তাকে CDMS দিয়ে সহায়তা করার জন্য । মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রবেশন অফিসারকে CDMS প্রদান করে সহযোগীতার জন্য সকল থানার অফিসার ইনচার্জগণকে নির্দেশ প্রদান করেন ।

ডেপুটি জেলার নোবেল দেব বলেন, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে বর্তমানে মোট বন্দির সংখ্যা ১৮৪৭ জন। কারাগারে বন্দি মায়ের সাথে মোট ১০ জন শিশু রয়েছে । কারাগারে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার কোন আসামী বর্তমানে নাই । তিনি আরও বলেন, ৩ মাসের অধিক সময় কোর্টে হাজির হয় নাই এমন আসামী কারাগারে রয়েছে । জকিগঞ্জ চৌকি আদালতে বিচারাধীন Penal Code এর ৪৬১/৩৮০ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত জকিগঞ্জ জি.আর-১৫৬/২০২৩ নং মামলার আসামী সর্বশেষ গত জানুয়ারি মাসে কোর্টে হাজির করা হয়। এরপর আদালতে আর হাজির করা হয় নাই । উক্ত আসামীর কোন আইনজীবী নাই । জবাবে মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আ.ন.ম. ইলিয়াস ৩ মাসের অধিক সময় কোর্টে হাজির হয় নাই এমন মামলার নাম্বার ও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার জন্য ডেপুটি জেলারকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং জি.আর-১৫৬/২০২৩ নং মামলার বিষয়ে সভায় উপস্থিত জকিগঞ্জ চৌকি আদালতের বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে জানান ।

পি.বি.আই এর পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ মুরসালিন বলেন, তাদের কাছে ৬০ টি জি.আর মামলা তদন্তাধীন আছে । তার মধ্যে ২০১৪ সালের একটি মামলা রয়েছে । উক্ত মামলাটি নারাজির প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে অধিকতর তদন্তে আছে । ১৬৪ টি সি.আর মামলা তদন্তাধীন আছে । জাল জালিয়াতির মামলার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত নিতে হয় । সেখানে বর্তমানে একজন বিশেষজ্ঞ দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন । তার কারণে মতামত পেতে দেরী হয় । আলামত জব্দ সংক্রান্ত মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগুনে পোড়া মামলা তাদের কাছে অনেক দেরীতে যাওয়ায় আলামত জব্দ করতে পারেন না । মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্রুত তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য এবং আলামত জব্দের

		বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন । সভায় উপস্থিত সিআইডির প্রতিনিধি বলেন, তাদের কাছে ৮১ টি জি.আর মামলা পেন্ডিং আছে । বিশ্বনাথ থানার ২০০২ সালের একটি হত্যা মামলা পেন্ডিং আছে । ১০ বছরের অধিক আর কোন মামলা তদন্তাধীন নাই । ২০১৬ সালের একটি জালিয়াতি মামলা তদন্তাধীন আছে । মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আগামী কনফারেন্সে দীর্ঘ পুরাতন মামলাগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন । সিলেট রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, তাদের কাছে ৭ টি মামলা তদন্তাধীন আছে । উক্ত মামলাগুলো PM রিপোর্ট ও ভিসেরা রিপোর্টের জন্য পেন্ডিং রয়েছে । অপমৃত্যু মামলা আছে ৯ টি । র‌্যাব-৯, সিলেট এর এ.এস.পি জনাব মোঃ মামুনুর রহমান বলেন, তারা আদালতে দ্রুত সাক্ষী উপস্থাপন করছেন । তাদের কাছে তদন্তাধীন মামলা আছে ৫ টি । তন্মধ্যে ২০১৮ সনের একটি মামলা রয়েছে । ৪ টি মাদক মামলা রয়েছে । পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ বদরুল হুদা বলেন, পরিবেশ আইনের ৪ টি মামলা তদন্তাধীন আছে । বর্তমানে ৪ টি জেলায় ৪ টি অফিস রয়েছে । তাই তাদের কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দুদক, সিলেটের সি.আই জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম বলেন, দুদক আইনের কোন মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়ের হয় না । উক্ত মামলাগুলো মাননীয় দায়রা জজ আদালতে দায়ের হয় । তাদের কাছে বর্তমানে ৯৪ টি মামলা তদন্তাধীন আছে । তিনি বলেন তাদের সিডিউলভূক্ত মামলা ব্যতীত তারা তদন্ত করতে পারেন না । জবাবে মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলেন আদালতের নির্দেশে দুদক যেকোন মামলা তদন্ত করতে পারবেন । সভায় উপস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মলয় ভূষন চক্রবর্ত্তী বলেন, মাদক বিরোধী সেলের সাক্ষীর উপস্থাপনের হার শতকরা ৭৯.০০ ভাগ । তারা সাক্ষীর উপস্থিতির হার শতকরা ৯০.০০ ভাগে নেয়ার চেষ্টা করছেন । তিনি বলেন মাদকদ্রব্য ধ্বংস করার জন্য তারা একটি চুল্লি নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং শীঘ্রই চুল্লির নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবেন । তিনি আরও বলেন, তদন্তে তাদের বিলম্ব হয় না । অনেক সময় রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে দেরী হয় । তবে তিনি বলেন, সিলেটে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন হচ্ছে । তিনি বলেন বর্তমানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪১০ টি মামলা বিচারাধীন আছে । রায়ের অনুলিপি না পাওয়ায় তাদের পরিসংখ্যানে মামলা নিষ্পত্তি দেখাতে পারেন না । তিনি বলেন সুযোগ থাকলে রায়ের অনুলিপি দিলে ভালো হয় । জবাবে মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মহোদয় বলেন, রায়ের অনুলিপি দেয়ার কোন সুযোগ নাই । প্রয়োজনে প্রতিমাসে আদালত থেকে স্ট্যাটমেন্ট সংগ্রহ করতে পারেন । বিজ্ঞ অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব এডভোকেট মোস্তাক আহমদ বলনে, তদন্ত

		রিপোর্টে অনেক সময় অসংগতি থাকে । ফৌদজারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ জবানবন্দিতে অসংগতি থাকে । জব্দ তালিকার সাক্ষীর কলাম নাম থাকে একজনের, কিন্তু স্বাক্ষর থাকে অন্যজনের । তিনি উক্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন । তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, CD সংরক্ষণের জন্য কোন কক্ষ বরাদ্দ নাই, তাই তারা আপাততঃ CD সংরক্ষণ করতে পারছেন না । সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সাধারন সম্পাদক জনাব গোলাম ইয়াহিয়া চৌধুরী (সোহেল) তার বক্তব্যে বলেন, কনফারেন্সের বিষয়বস্তু মাননীয় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ধ্রুব জ্যোতি পাল তার বক্তব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন । তিনি বলেন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্বের কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব। Penal Code এর ৩২৬ ধারার মামলায় M.C পেতে কিছু সময় লাগে । কিছু মামলায় রিমান্ড চাওয়া হয় যেগুলোতে রিমান্ডের প্রয়োজন হয় না । মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শতকরা ৬৫ ভাগ কাজ পুলিশ বিভাগ করে থাকেন । তাছাড়া পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলাসহ রাষ্ট্রের অনেক গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয় । তাই অহেতুক রিমান্ডের প্রার্থনা করে সময় নষ্ট না করাই উচিত । পুলিশ রিপোর্ট accepet হলে W/A দিলে তামিল হয় না । সেজন্য মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হয় না । W/A তামিলের প্রতিবেদন দিলে মামলায় পরের ধাপে যাওয়া যায় । তিনি উক্ত বিষয়সমূহে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন । তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, জখমী ইমার্জেন্সীতে গেলে সাথে সাথে জখমের note দেয়া হয় । তাই M.C সরবরাহে বেশী সময় লাগার কথা নয় । M.C সরবরাহের জন্য তিনি পৃথক একটি ডেস্ক খুলার জন্য হাসপাতালের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন । আদালতের নিরাপত্তা অতীব জরুরী উল্লেখ পূর্বক এ বিষয়ে পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধ করেন । বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট জনাব মোঃ আশিক উদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, ডাক্তার সাক্ষীরা আদালতে সাক্ষীর জন্য গেলে পিপিদের সাথে যোগাযোগ করেন না । কোর্টের রেকর্ডে M.C ও PM রিপোর্ট থাকে । ডাক্তাররা আদালতে পিপিদের সাথে যোগাযোগ করলে ভালো হয় । থানায় অনেক সময় মামলা নেয়া হয় না। Cognizable Offence Record করতে থানা আইনগতভাবে বাধ্য । Penal Code এর ৩০৭ ধারা কম ব্যবহারের জন্য তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন । যৌতুক নিরোধ আইনের মামলায় থানায় পরিবারের সবাইকে এরেস্ট করা হয় । নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ও ১১ ধারার মামলায় থানায় অপব্যবহার করা হয় । বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনের মামলায় তদন্তের আগে আসামীদের গ্রেফতার না করার অনুরোধ করেন । তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, চোরাচালানের মামলায় মালামালের মূল মালিককে গ্রেফতার বা আসামী করা হয় না । শুধুমাত্র গাড়ির ড্রাইভার ও হেলপারকে আসামী করা হয় । চার্জশীট দেয়ার সময় বাদীকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন । অনেক সময় মামলায় FRT আসলে বাদী জানেন না । তিনি উক্ত বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দেয়ার অনুরোধ করেন । তিনি আরও বলেন, আদালতের নিরাপত্তা খুবই দুর্বল । বিচারকদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন । বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তার বক্তব্যে দায়েরকৃত বন মামলার

		নিষ্পত্তির হারের প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নিষ্পত্তির হার বেড়েছে । বর্তমানে ১৪৫ টি মামলা বিচারাধীন আছে । বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । তিনি সাক্ষী উপস্থাপনের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছেন । অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোনভাবে আদালতে সাক্ষীর জন্য উপস্থাপন করতে পারছেন না । বন অপরাধে রোধে তিনি পুলিশ ও জেলা প্রশাসন থেকে সহযোগীতা পাচ্ছেন মর্মে উল্লেখ করেন । বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেগম ফারজানা আক্তার মিতা তার বক্তব্যে বলেন, তদন্ত রিপোর্ট আসতে দেরী হওয়ায় মামলা পরিচালনায় বাঁধা সৃষ্টি হয় । বিবিধ মামলায় রিপোর্ট না আসায় বিচার কার্য দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারছেন না । তাই দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন । পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ধ্রুত জ্যোতি পালের পেশকৃত প্রতিবেদন থেকে তদন্ত, তদন্ত প্রতিবেদন, N.B.W.W ও WP&A জারী বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি সেটির আলোকেই তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । আদালত চত্বরের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি পুলিশ কমিশনারের সাথে আলাপ করবেন । তিনি আদালত থেকে পুলিশ কমিশনারকে একটি চিঠি দেয়ারও অনুরোধ করেন । তিনি বলেন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন মিথ্যা মামলা হবে না এবং কোন নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করা হবে না । মামলা নিয়ে আসলে তদন্তপূর্বক মামলা রুজু করতে পুলিশের ক্ষমতা রয়েছে । অনেক সময় মামলা নিতে অনেক চাপ থাকে । কিন্তু তারা আইনের বাইরে যাবেন না । তিনি কোর্টে মামলা হলে প্রতিবেদন চাওয়ার অনুরোধ করেন । W/A রিপোর্ট তাড়াতাড়ি প্রদানের জন্য তিনি ওসিদের নির্দেশ প্রদান করেন । আলামত বিষয়ে তিনি বলেন সাক্ষ্য আইন সংশোধন হয়েছে । ঘটনার সময়ের অডিও, ভিডিও ও কিছু আলামত রেখে জব্দকৃত আলামত গাড়ি, মোটর সাইকেল বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি বিবেচনার জন্য মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে মহোদয়কে অনুরোধ করেন । PM, DNA, MC ও ভিসেরা রিপোর্টের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ মামলা পেন্ডিং রয়েছে । তিনি আশা রাখেন দ্রুত উক্ত বিষয়গুলো সমাধান হবে । কনফারেন্সের প্রধান অতিথি মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জনাব শেখ আশফাকুর রহমান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, তদন্ত, তদন্ত প্রতিবেদন, N.B.W.W ও WP&A জারীর ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে উপস্থাপনা খুবই সুন্দর হয়েছে । উক্ত ত্রুটি বিচ্যুতির তথ্যগুলো যেভাবে বের করা হয়েছে সেগুলো খুবই ভালো । প্রসেস জারীতে প্রথমে থাকা তিন থানাকে মাননীয় সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ধন্যবাদ জানান । অন্যান্য থানাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তীতে প্রসেস জারীর হার বাড়ানোর জন্য বলেন । তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, সাজার হার বলে দেয় যে, বাংলাদেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা খুবই খারাপ । উন্নত দেশে সাজার হার প্রায়

১০০% । উন্নত দেশের তদন্ত এতো নিঁখুত যে, চার্জশীট হলেই আসামী নিশ্চিত থাকে যে, তার সাজা হবে । ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পৃথক তদন্তকারী সংস্থা না করলে সুষ্ঠ তদন্ত হবে না । কারণ পুলিশের অনেক কাজ । তিনি দুদকের প্রতিনিধিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দুদক আদালতের নির্দেশে তদন্ত করতে বাধ্য । Cr.RO তে ডাক্তার সাক্ষীকে সমন দেয়ার সময় তারিখ ও সময় উল্লেখ করার বিধান রয়েছে । সিডির বিষয়ে তিনি বলেন, সিডি দুটি থাকলে ভালো হতো । তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, যদি কোন আসামীকে কোর্ট থেকে তলব না করা হয় সেক্ষেত্রে আইজি প্রিজনের ক্ষমতা আছে আদালতের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়ার । তিনি বলেন, ফৌজদারী বিচারে বড় সমস্যা মিথ্যা মামলা দায়ের করা। উন্নত বিশ্বে ৯৭% মামলায় অভিযোগ গঠনের সময় তারা দোষ স্বীকার করে এবং বিচারে যায় মাত্র ৩% মামলা । মিথ্যা মামলা করলে তিনি কঠোর আইনগত ব্যবস্থ্য গ্রহণ করতে বলেন । তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন ।

কনফারেন্সের সভাপতি ও মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আ.ন.ম. ইলিয়াস তার বক্তব্যে কনফারেন্সে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সবাইকে সালাম ও স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে বিচারপ্রার্থী জনগণকে ন্যায় বিচার প্রদানের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের মিথস্ক্রিয়া, বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই কনফারেন্সের আয়োজন । পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা গতিশীল ও সক্ষম করে তোলা । তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তারা বিচারপ্রার্থী জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই সংকটকালে ৪২৩১ টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। বিগত পাঁচ বছরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীতে ২৩৮৬৭ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে । একটি রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । খুব দ্রুত সময়ে বিচারপ্রার্থী জনগণের মাঝে কিভাবে ন্যায় বিচার পৌঁছে দেয়া যায় সে ব্যাপারে তারা কাজ করছেন । তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সম্প্রতি আদালত প্রাঙ্গণে কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটছে । আদালতের নিরাপত্তার বিষয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দেশের সকল আদালত প্রাঙ্গণ, এজলাস, বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দের গাড়ি ও বাসভবনসহ আদালত সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ থেকে বিগত ২৮/১১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা হয়েছে । এই নিরাপত্তার বিষয়টির আশু সমাধান জরুরী । তিনি বিশ্বাস করেন তারা একে অপরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন । তিনি আরও বলেন, ন্যায় বিচার নিশ্চিতে সবাইকে তার নিজ নিজ জায়গা হতে কাজ করতে হবে। মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার সহযোগিতা বিচার কার্যে গতি এনে দেয় । বিচার বিভাগ ও বিচারকবৃন্দের কাজের প্রকৃতি অন্য বিভাগের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির মর্মে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিটি মামলায় বিজ্ঞ বিচারক আইন ও বিচারিক

		মনন প্রয়োগ করে নিরপেক্ষভাবে আদেশ প্রদান করে থাকেন । তাই, বিচারিক আদেশ সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ ও প্রতিপালন করতে হবে । তদন্তকারী সংস্থাসমূহের যেসব ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে দ্রুত মামলার তদন্ত সমাপ্ত করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন । যথাসময়ে সাক্ষী হাজিরকরণ ও প্রসেস জারী করে পুরনো মামলা নিষ্পত্তিতে সহযোগীতা করার আহবান জানান । তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালককে বিভিন্ন মামলার জব্দকৃত মাদকদ্রব্য পরিবেশবান্ধব উপায়ে ধ্বংস করার জন্য আধুনিক চুল্লি স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি যার যার অবস্থান থেকে গুরুত্বের সাথে কাজ করে বিচার কার্যে গতি বাড়াতে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন । তিনি তার বক্তব্যে সবাইকে তাঁদের স্ব-স্ব বক্তব্য/মতামত প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন । পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পরবর্তী পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।
৫.	সর্বশেষ অনুষ্ঠিত কনফারেন্স এর নম্বর ও অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	সর্বশেষ কনফারেন্সের নম্বর-০২, তারিখ-১১/০৬/২০২৪ খ্রিঃ ।

ফোকাল পার্সন এর নাম, পদবী ও পরিচিতি নম্বর	নূসরাত তাসনিম, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট । পরিচিতি নম্বরঃ ২০১৮২১০০০৬
সিজেএম এর নাম ও পরিচিতি নম্বর	আ.ন.ম. ইলিয়াস, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট । পরিচিতি নম্বরঃ ২০০৮২০৩২৮৪

০৩/১১/২৪

(নূসরাত তাসনিম)
ফোকাল পার্সন
পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স
ও
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সিলেট ।

০৩/১০/২০২৪

(আ.ন.ম. ইলিয়াস)
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
সিলেট ।